

দ্বিতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্রের সঙ্কট

চতুর্থ মন্বন্তরে ভগবান কিভাবে গজেন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন, তা এই স্কন্ধের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, গজেন্দ্র যখন তার হস্তিনীগণ সহ জলে খেলা করছিল, তখন এক কুমির হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে, এবং গজেন্দ্র নিজের রক্ষার জন্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়।

ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে একটি অতি মনোরম পর্বত রয়েছে, যার উচ্চতা দশ হাজার যোজন বা আশি হাজার মাইল। এই পর্বতটির নাম ত্রিকূট। এই ত্রিকূট পর্বতের উপত্যকায় ঋতুমৎ নামক একটি অতি সুন্দর উদ্যান রয়েছে, যা বরুণদেব নির্মাণ করেছেন, এবং সেখানে একটি অত্যন্ত সুন্দর সরোবর রয়েছে। এক সময়ে হাতিদের রাজা গজেন্দ্র তার হস্তিনীদের নিয়ে সেই সরোবরে জলবিহার করতে গিয়েছিল, এবং তার ফলে জলচর জীবকুলের জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হয়। তখন অত্যন্ত বলবান কুমিরদের নেতৃবৃন্দ গজেন্দ্রের পাদদেশ আক্রমণ করে। তখন গজেন্দ্র এবং কুমিরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধ এক হাজার বছর ধরে চলে। গজেন্দ্র এবং কুমির উভয়েই জীবিত ছিল, কিন্তু যেহেতু জলে যুদ্ধ হচ্ছিল, তাই গজেন্দ্র ক্রমশ ক্ষীণবল হয়ে পড়ে এবং কুমিরের বল বর্ধিত হতে থাকে। অসহায় হয়ে, তার রক্ষার আর কোন উপায় নেই দেখে, গজেন্দ্র তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

আসীদ্ গিরিবরো রাজংস্কিকূট ইতি বিশ্রুতঃ ।

ক্ষীরোদেনাবৃতঃ শ্রীমান্ যোজনাযুঁতমুচ্ছিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; আসীৎ—ছিল; গিরি-বরঃ—এক বিশাল পর্বত; রাজন্—হে রাজন্; ত্রিকূটঃ—ত্রিকূট; ইতি—এই প্রকার; বিশ্রুতঃ—বিখ্যাত; ক্ষীর-উদেন—ক্ষীর সমুদ্রের দ্বারা; আবৃতঃ—পরিবৃত; শ্রীমান্—অত্যন্ত সুন্দর; যোজন—আট মাইল; অযুতম্—দশ হাজার; উচ্ছ্রিতঃ—অতি উচ্চ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ত্রিকূট নামে এক অতি বিশাল পর্বত রয়েছে। তার উচ্চতা দশ হাজার যোজন (আশি হাজার মাইল)। ক্ষীর সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত এই পর্বতটি অত্যন্ত সুন্দর।

শ্লোক ২-৩

তাবতা বিস্তৃতঃ পর্যক্ ত্রিভিঃ শৃঙ্গৈঃ পয়োনিধিম্ ।

দিশঃ খং রোচয়ন্নাস্তে রৌপ্যায়সহিরণ্ময়ৈঃ ॥ ২ ॥

অন্যৈশ্চ ককুভঃ সর্বা রত্নধাতুবিচিত্রিতৈঃ ।

নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নির্ঘোষৈর্নির্ঝরান্তসাম্ ॥ ৩ ॥

তাবতা—সেইভাবে; বিস্তৃতঃ—দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ (আশি হাজার মাইল); পর্যক্—চতুর্দিকে; ত্রিভিঃ—তিন; শৃঙ্গৈঃ—শিখরের দ্বারা; পয়ঃ-নিধিম্—ক্ষীর সমুদ্রের একটি দ্বীপে অবস্থিত; দিশঃ—সর্বদিক; খম্—আকাশ; রোচয়ন্—মনোরম; আস্তে—বিরাজ করছে; রৌপ্য—রৌপ্য নির্মিত; অয়স—লৌহ; হিরণ্ময়ৈঃ—এবং স্বর্ণ; অন্যৈঃ—অন্য শৃঙ্গ সহ; চ—ও; ককুভঃ—দিক; সর্বাঃ—সমস্ত; রত্ন—রত্নের দ্বারা; ধাতু—এবং ধাতু; বিচিত্রিতৈঃ—অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভিত; নানা—বিবিধ; দ্রুম-লতা—বৃক্ষ এবং লতা; গুল্মৈঃ—গুল্ম; নির্ঘোষৈঃ—ধ্বনির দ্বারা; নির্ঝর—ঝরনা; অন্তসাম্—জলের।

অনুবাদ

সেই পর্বত দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে সমান (আশি হাজার মাইল)। লৌহময়, রৌপ্যময় এবং স্বর্ণময় তার তিনটি শিখর সর্বদিক এবং আকাশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। সেই পর্বতের অন্যান্য শৃঙ্গও রয়েছে, যেগুলি মণিরত্ন ও ধাতুতে পূর্ণ, এবং বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম সুশোভিত। সেই পর্বতের ঝরনার জলের ধ্বনি অত্যন্ত মনোহর শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সমস্ত দিকের শোভা বর্ধন করে সেই পর্বত বিরাজমান।

শ্লোক ৪

স চাবনিজ্যমানাঙ্ঘ্রিঃ সমন্তাৎ পয়ঃউর্মিভিঃ ।

করোতি শ্যামলাং ভূমিং হরিমরকতাশ্মভিঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—সেই পর্বত; চ—ও; অবনিজ্যমান-অঙ্ঘ্রিঃ—যার পা সর্বদা ধৌত হয়; সমন্তাৎ—সর্বদিকে; পয়ঃ-উর্মিভিঃ—দুধের তরঙ্গের দ্বারা; করোতি—করে; শ্যামলাম্—ঘন সবুজ; ভূমি—ভূমি; হরিৎ—সবুজ; মরকত—মরকত মণি; অশ্মভিঃ—পাথরের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই পর্বতের পাদদেশ সর্বদা দুগ্ধ-তরঙ্গের দ্বারা ধৌত হয়, এবং সেই দুধ অষ্টদিকে (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং তাদের মধ্যবর্তী আরও চারটি দিক) মরকত মণি সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিবিধ প্রকার সমুদ্র রয়েছে। কোথাও দুধের সমুদ্র রয়েছে, কোথাও সুরার সমুদ্র রয়েছে, কোথাও ঘূতের সমুদ্র রয়েছে, কোথাও তেলের সমুদ্র রয়েছে, এবং কোথাও মিষ্ট জলের সমুদ্র রয়েছে। এইভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন প্রকার সমুদ্র রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা, যাদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প, তারা এই বর্ণনা অস্বীকার করতে পারে না; তারা কোন গ্রহের পূর্ণ বিবরণ প্রদান করতে পারে না, এমন কি যে গ্রহটিতে আমরা বাস করছি, সেই গ্রহটিরও নয়। কিন্তু এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোনও পর্বতের উপত্যকা দুধের দ্বারা বিধৌত হলে, তা মরকত মণি উৎপন্ন করে। ভগবানের দ্বারা পরিচালিত জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ অনুকরণ করার ক্ষমতা কারও নেই।

শ্লোক ৫

সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈর্বিদ্যাধরমহোরগৈঃ ।

কিন্নরৈরঙ্গরোভিশ্চ ক্রীড়ন্তি জুষ্টকন্দরঃ ॥ ৫ ॥

সিদ্ধ—সিদ্ধ; চারণ—চারণ; গন্ধর্বৈঃ—গন্ধর্বগণ; বিদ্যাধর—বিদ্যাধরগণ; মহা-উরগৈঃ—মহাসর্প; কিন্নরৈঃ—কিন্নর; অঙ্গরোভিঃ—অঙ্গরাদের দ্বারা; চ—এবং; ক্রীড়ন্তিঃ—ক্রীড়াশীল; জুষ্ট—আনন্দ উপভোগে রত; কন্দরঃ—গুহা।

অনুবাদ

সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহাসর্প, কিন্নর এবং অঙ্গরাগণ সেই পর্বতে খেলা করতে যান। তার ফলে সেই পর্বতের গুহাগুলি সেই সমস্ত উচ্চলোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূর্ণ থাকে।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষেরা লবণ সমুদ্রে খেলা করতে যায়, কিন্তু উচ্চতর লোকের অধিবাসীরা ক্ষীর সমুদ্রে যান। তাঁরা ক্ষীর সমুদ্রে সাঁতার কাটেন এবং ত্রিকূট পর্বতের গুহায় বিবিধ ক্রীড়াবিলাস করেন।

শ্লোক ৬

যত্র সংগীতসন্মাদৈর্নদদগুহমমর্ষয়া ।

অভিগর্জন্তি হরয়ঃ শ্লাঘিনঃ পরশঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

যত্র—সেই (ত্রিকূট) পর্বতে; সংগীত—সংগীতের; সন্মাদৈঃ—ধ্বনিতে; নদৎ—নিদাদিত; গুহম্—গুহা; অমর্ষয়া—অসহ্য ক্রোধ বা ঈর্ষার ফলে; অভিগর্জন্তি—গর্জন করে; হরয়ঃ—সিংহগণ; শ্লাঘিনঃ—তাদের শক্তিতে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে; পরশঙ্কয়া—অন্য সিংহের আশঙ্কা করে।

অনুবাদ

পর্বত কন্দরে স্বর্গলোকবাসীদের সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করে সিংহেরা অন্য কোন সিংহ সেইভাবে গর্জন করছে মনে করে, তাদের নিজেদের শক্তিতে গর্বিত হয়ে অসহ্য ক্রোধে গর্জন করে।

তাৎপর্য

উচ্চতর লোকে কেবল বিভিন্ন প্রকার মানুষই নয়, সিংহ, হস্তী আদি পশুরাও রয়েছে। সেখানে বৃক্ষ রয়েছে এবং সেখানকার ভূমি মরকত মণি দিয়ে তৈরি। এমনই অপূর্ব ভগবানের সৃষ্টি। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, কেশব! তুয়া জগত বিচিত্র। ভূবিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী এবং তথাকথিত অন্য সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করে, কিন্তু অন্যান্য

গ্রহের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অনুমান করতে না পেরে তারা ভ্রান্তভাবে কল্পনা করে যে, অন্য সমস্ত গ্রহগুলি শূন্য, সেখানে কোন প্রাণী নেই, রয়েছে কেবল ধূলা। যদিও তারা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তার অনুমান করতে পারে না, তবুও তারা তাদের জ্ঞানের গর্বে গর্বিত, এবং অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা তাদের মহাপণ্ডিত বলে মনে করে। শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/১৯) বর্ণনা করা হয়েছে, স্ববিড়বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্কৃতঃ পুরুষঃ পশুঃ—কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভতুল্য মানুষেরা জড় জগতের নেতাদের প্রশংসা করে, এবং সেই সমস্ত নেতারা হচ্ছে এক-একজন বড় বড় পশু। এই সমস্ত বড় বড় পশুদের দেওয়া জ্ঞানে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত শুকদেব গোস্বামীর মতো সিদ্ধ পুরুষদের কাছ থেকে। মহাজনো যেন গতঃ স পস্থাঃ—আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মহাজনদের উপদেশ অনুসরণ করা। দ্বাদশ মহাজন রয়েছেন এবং শুকদেব গোস্বামী তাঁদের অন্যতম।

স্বয়ম্ভূর্নারিদঃ শভ্ৰুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।

প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলিবৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৩/২০)

বৈয়াসকি হচ্ছেন শুকদেব গোস্বামী। তিনি যা বলেন তা বাস্তব সত্য, এবং সেটিই পূর্ণ জ্ঞান।

শ্লোক ৭

নানারণ্যপশুব্রাতসঙ্কুলদ্রোণ্যলঙ্কৃতঃ ।

চিত্রদ্রুমসুরোদ্যানকলকণ্ঠবিহঙ্গমঃ ॥ ৭ ॥

নানা—বিবিধ প্রকার; অরণ্য-পশু—বন্য পশু; ব্রাত—সমূহ; সঙ্কুল—পূর্ণ; দ্রোণি—উপত্যকা; অলঙ্কৃতঃ—অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভিত; চিত্র—বিচিত্র; দ্রুম—বৃক্ষসমূহ; সুর-উদ্যান—দেবতাদের উদ্যানে; কলকণ্ঠ—মধুর স্বরে কূজন পরায়ণ; বিহঙ্গমঃ—পক্ষীগণ।

অনুবাদ

ত্রিকূট পর্বতের প্রান্তদেশে নানাবিধ বন্য পশুসমূহে অলঙ্কৃত, এবং দেবতাদের উদ্যানের বৃক্ষে পক্ষীরা সুমধুর স্বরে কূজন করে।

শ্লোক ৮

সরিৎসরোভিরচ্ছেদৈঃ পুলিনৈর্মণিবালুকৈঃ ।

দেবস্ত্রীমজ্জনামোদসৌরভাস্বনিলৈর্যুতঃ ॥ ৮ ॥

সরিৎ—নদীসমূহ; সরোভিঃ—এবং সরোবর; অচ্ছেদৈঃ—ফটিকের মতো নির্মল জলে পূর্ণ; পুলিনৈঃ—তট; মণি—রত্নময়; বালুকৈঃ—বালুকণার মতো; দেব-স্ত্রী—দেবাস্ত্রীনাগণ; মজ্জন—(সেই জলে) স্নান করে; আমোদ—দেহের সৌরভ; সৌরভ—অত্যন্ত সুরভিত; অস্ব—জলে; অনিলৈঃ—এবং বায়ুর দ্বারা; যুতঃ—সমৃদ্ধ (ত্রিকূট পর্বতের বাতাবরণ)।

অনুবাদ

ত্রিকূট পর্বতে বহু সরোবর এবং নদী রয়েছে, তার তট মণিময় বালুকারাশির দ্বারা আচ্ছাদিত। তার জল স্ফটিকের মতো নির্মল, এবং স্বর্গ-ললনাগণ যখন সেখানে স্নান করেন, তখন তাঁদের দেহের সৌরভে সেখানকার জল এবং বায়ু সুরভিত হয়।

তাৎপর্য

ভড় ভগতেও বিভিন্ন স্তরের জীব রয়েছে। পৃথিবীর মানুষেরা সাধারণত তাদের দেহের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্য শরীরে গন্ধদ্রব্য লেপন করে, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্বর্গ-ললনাদের দেহের সৌরভে ত্রিকূট পর্বতের নদী, সরোবর এবং সমগ্র বাতাবরণ সুরভিত হয়ে ওঠে। উচ্চতর লোকের স্ত্রীদের শরীর যদি এত সুন্দর হয়, তা হলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, বৈকুণ্ঠলোকের স্ত্রীদের অথবা বৃন্দাবনের গোপীদের শরীর কতই না সুন্দর।

শ্লোক ৯-১৩

তস্য দ্রোণ্যাং ভগবতো বরুণস্য মহাত্মনঃ ।

উদ্যানমৃতুমন্মাম আক্ৰীড়ং সুরযোষিতাম্ ॥ ৯ ॥

সর্বতোহলঙ্কৃতং দিব্যৈর্নিত্যপুষ্পফলদ্রুমৈঃ ।

মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ ॥ ১০ ॥

চূতৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈরাশ্বৈরাশ্বাতকৈরপি ।

ক্রমুকৈর্নারিকৈলৈশ্চ খর্জুরৈর্বীজপূরকৈঃ ॥ ১১ ॥

মধুকৈঃ শালতালৈশ্চ তমালৈরসনার্জুনৈঃ ।

অরিষ্টোডুম্বরপ্লক্ষৈর্বটৈঃ কিংশুকচন্দনৈঃ ॥ ১২ ॥

পিচুমর্দৈঃ কোবিদারৈঃ সরলৈঃ সুরদারুভিঃ ।

দ্রাক্ষেক্ষুরস্তাজম্বুভির্বদর্যক্ষাভয়ামলৈঃ ॥ ১৩ ॥

তস্য—সেই (ত্রিকূট) পর্বতের; দ্রোণ্যাম্—উপত্যকায়; ভগবতঃ—মহাপুরুষ; বরুণস্য—বরুণদেবের; মহা-আত্মনঃ—যিনি ভগবানের মহান ভক্ত; উদ্যানম্—উদ্যান; ঋতুমৎ—ঋতুমৎ; নাম—নামক; আক্ৰীড়ম্—আমোদ প্রমোদের স্থান; সুর-যোষিতাম্—দেব-ললনাদের; সর্বতঃ—সর্বত্র; অলঙ্কৃতম্—সুন্দরভাবে শোভিত; দিব্যৈঃ—দিব্য; নিত্য—সর্বদা; পুষ্প—ফুল; ফল—এবং ফলের; দ্রুমৈঃ—বৃক্ষের দ্বারা; মন্দারৈঃ—মন্দার; পারিজাতৈঃ—পারিজাত; চ—ও; পাটল—পাটল; অশোক—অশোক; চম্পকৈঃ—চম্পক; চূতৈঃ—চূত ফল; পিয়ালৈঃ—পিয়াল; পনসৈঃ—পনস ফল; আশ্বৈঃ—আশ্ব; আশ্বাতকৈঃ—আশ্বাতক নামক অশ্ব ফল; অপি—ও; ক্রমুকৈঃ—ক্রমুক ফল; নারিকেলৈঃ—নারিকেল বৃক্ষ; চ—এবং; খর্জুরৈঃ—খেজুর গাছ; বীজপূরকৈঃ—ডালিম; মধুকৈঃ—মধুক ফল; শাল-তালৈঃ—তাল; চ—এবং; তমালৈঃ—তমাল বৃক্ষ; অসন—অসন; অর্জুনৈঃ—অর্জুন বৃক্ষ; অরিষ্ট—অরিষ্ট ফল; উডুম্বর—বিশাল উডুম্বর বৃক্ষ; প্লক্ষৈঃ—প্লক্ষ বৃক্ষ; বটৈঃ—বট বৃক্ষ; কিংশুক—কিংশুক নামক গন্ধহীন লাল ফুল; চন্দনৈঃ—চন্দন বৃক্ষ; পিচুমর্দৈঃ—পিচুমর্দ ফুল; কোবিদারৈঃ—কোবিদার ফল; সরলৈঃ—সরল বৃক্ষ; সুর-দারুভিঃ—দেবদারু বৃক্ষ; দ্রাক্ষা—আঙ্গুর; ইক্ষুঃ—ইক্ষু; রস্তা—কলা; জম্বুভিঃ—জম্বু ফল; বদরী—বদরী ফল; অক্ষ—অক্ষ ফল; অভয়—অভয় ফল; আমলৈঃ—আমলকী।

অনুবাদ

ত্রিকূট পর্বতের উপত্যকায় ঋতুমৎ নামক এক উদ্যান রয়েছে। সেই উদ্যানটি মহান ভগবন্ত বরুণদেবের, এবং সেটি দেবস্বীদের ক্রীড়োদ্যান। সেটি সমস্ত ঋতুতে নানা প্রকার ফুল এবং ফলে পূর্ণ থাকে। তাদের মধ্যে রয়েছে—মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক, চূত, পিয়াল, পনস, আশ্ব, আশ্বাতক, ক্রমুক, নারিকেল, খর্জুর, ডালিম, মধুক, তাল, তমাল, অসন, অর্জুন, অরিষ্ট, উডুম্বর, প্লক্ষ, অশ্বথ, বট, কিংশুক, চন্দন, পিচুমর্দ, কোবিদার, সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রস্তা, জম্বু, বদরী, অক্ষ, অভয়, আমলকী প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ।

শ্লোক ১৪-১৯

বিলৈঃ কপিথৈর্জস্বীরৈর্বতো ভল্লাতকাদিভিঃ ।
 তস্মিন্ সরঃ সুবিপুলং লসৎকাঞ্চনপঙ্কজম্ ॥ ১৪ ॥
 কুমুদোৎপলকহ্লারশতপত্রশ্রিয়োর্জিতম্ ।
 মত্তমটপদনিঘূষ্টং শকুন্তৈশ্চ কলস্বনৈঃ ॥ ১৫ ॥
 হংসকারণবাকীর্ণং চক্রাহৈঃ সারসৈরপি ।
 জলকুক্কটকোযষ্টিদাতৃহকুলকৃজিতম্ ॥ ১৬ ॥
 মৎস্যকচ্ছপসঞ্চারচলৎপদ্মরজঃপয়ঃ ।
 কদম্ববেতসনলনীপবঞ্জুলকৈর্বতম্ ॥ ১৭ ॥
 কুন্দৈঃ কুরুবকাশোকৈঃ শিরীষৈঃ কূটজৈঙ্গুদৈঃ ।
 কুজকৈঃ স্বর্ণযুথীভিনাগপুন্নাগজাতিভিঃ ॥ ১৮ ॥
 মল্লিকাশতপত্রৈশ্চ মাধবীজালকাদিভিঃ ।
 শোভিতং তীরজৈশ্চান্যৈর্নিত্যতুভিরলং দ্রুমৈঃ ॥ ১৯ ॥

বিলৈঃ—বিলু বৃক্ষ; কপিথৈঃ—কপিথ বৃক্ষ; জস্বীরৈঃ—জস্বীর বৃক্ষ; বৃতঃ—
 পরিবৃত; ভল্লাতক-আদিভিঃ—ভল্লাতক আদি বৃক্ষ; তস্মিন্—সেই উদ্যানে;
 সরঃ—একটি সরোবর; সু-বিপুলম্—অতি বিশাল; লসৎ—শোভমান; কাঞ্চন—
 স্বর্ণময়; পঙ্কজম্—পদ্মফুলে পূর্ণ; কুমুদ—কুমুদ ফুলের; উৎপল—উৎপল ফুল;
 কহ্লার—কহ্লার পুষ্প; শতপত্র—এবং শতপত্র ফুল; শ্রিয়া—সৌন্দর্য সহ;
 উর্জিতম্—শ্রেষ্ঠ; মত্ত—প্রমত্ত; মটপদ—ভ্রমর; নিঘূষ্টম্—গুঞ্জন; শকুন্তৈঃ—পাখির
 কুঞ্জন; চ—এবং; কল-স্বনৈঃ—মধুর সঙ্গীত; হংস—হংস; কারণব—কারণব;
 আকীর্ণম্—পূর্ণ; চক্রাহৈঃ—চক্রবাক; সারসৈঃ—সারস; অপি—ও; জল-কুক্কট—
 জলকুক্কট; কোযষ্টি—কোযষ্টি; দাতৃহ—দাতৃহ; কুল—সমূহ; কৃজিতম্—নির্নাদিত;
 মৎস্য—মাছ; কচ্ছপ—এবং কচ্ছপের; সঞ্চার—গতির ফলে; চলৎ—বিস্ক্রুদ্ধ;
 পদ্ম—পদ্মের; রজঃ—পরাগের দ্বারা; পয়ঃ—জল (শোভিত হয়েছিল); কদম্ব—
 কদম্ব; বেতস—বেতস; নল—নল; নীপ—নীপ; বঞ্জুলকৈঃ—বঞ্জুলক; বৃতম্—
 পরিবৃত; কুন্দৈঃ—কুন্দ; কুরুবক—কুরুবক; অশোকৈঃ—অশোক; শিরীষৈঃ—
 শিরীষ; কূটজ—কূটজ; ইঙ্গুদৈঃ—ইঙ্গুদ; কুজকৈঃ—কুজক; স্বর্ণযুথীভিঃ—স্বর্ণযুথী;
 নাগ—নাগ; পুন্নাগ—পুন্নাগ; জাতিভিঃ—জাতী; মল্লিকা—মল্লিকা; শতপত্রৈঃ—

শতপত্র; চ—ও; মাধবী—মাধবী; জালকাদিভিঃ—জালকা আদির দ্বারা; শোভিতম্—শোভিত; তীর-জৈঃ—তটজাত; চ—এবং; অনৈঃ—অন্যান্য; নিত্য-ঋতুভিঃ—সমস্ত ঋতুতেই; অলম্—প্রচুর মাত্রায়; দ্রুমৈঃ—(ফল এবং ফুল উৎপাদনকারী) বৃক্ষসমূহের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই উদ্যানে স্বর্ণকমলে পূর্ণ এক বিশাল সরোবর রয়েছে। তা কুমুদ, কল্লুর, উৎপল এবং শতপত্রে পূর্ণ, যা সেই পর্বতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সেখানে বিলু, কপিথ, জম্বীর এবং ভল্লাতক বৃক্ষ রয়েছে। মধুপানে মত্ত ভ্রমরেরা পাখির অত্যন্ত সুমধুর কূজনের সঙ্গে ওঞ্জন করছিল। সেই সরোবরটি হংস, কারণ্ডক, চক্রবাক, সারস, জলকুক্কট, দাত্যাহ, কোষষ্টি এবং অন্যান্য কূজনশীল পক্ষীতে পূর্ণ থাকে। মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতির সঞ্চারে পতিত পদ্মপরাগ নিঃসৃত হওয়ার ফলে, সেই জল এক অপূর্ব সৌন্দর্য ধারণ করে। সেই সরোবরটি কদম্ব, বেতস, নল, নীপ, বঞ্জুলক, কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কুটজ, ইগুদ, কুজক, স্বর্ণযুথী, নাগ, পুনাগ, জাতী, মল্লিকা, শতপত্র, জালকা এবং মাধবীলতায় পরিবৃত। সেই সরোবরের তীর সর্বঋতুতে ফুল এবং ফল উৎপাদনকারী বৃক্ষের দ্বারাও অলঙ্কৃত। এইভাবে সেই পর্বতটি অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়ে বিরাজমান।

তাৎপর্য

ত্রিকূট পর্বতের সরোবর এবং নদীর এই বিশদ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এই পৃথিবীতে কোন কিছুই তার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। অন্যান্য লোকেও এই রকম বহু আশ্চর্যজনক বস্তু রয়েছে। যেমন, আমরা জানি যে কুড়ি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ রয়েছে, এবং তাদের সব কয়টি এই পৃথিবীতে নেই। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করে। তা কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডেরই নয়, ব্রহ্মাণ্ডের অতীত চিৎ-জগতেরও বর্ণনা করে। জড় জগৎ এবং চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় কেউ কোন রকম সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। মানুষের পৃথিবী থেকে চন্দ্রে যাওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য গ্রহে কি রয়েছে সেই সম্বন্ধে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে। কল্পনা করার কোন প্রয়োজন নেই; শ্রীমদ্ভাগবত থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে।

শ্লোক ২০

তত্রৈকদা তদগিরিকাননাশ্রয়ঃ

করেণুভির্বারণযুথপশ্চরন্ ।

সকণ্টকং কীচকবেণুবেত্রবদ্

বিশালগুল্মং প্ররুজন্ বনস্পতীন্ ॥ ২০ ॥

তত্র—সেখানে; একদা—এক সময়; তৎ-গিরি—সেই (ত্রিকূট) পর্বতের; কানন-
আশ্রয়ঃ—কাননবাসী; করেণুভিঃ—হস্তিনীগণ সহ; বারণ-যুথ-পঃ—হস্তীযুথপতি;
চরন্—বিচরণ করতে করতে; স-কণ্টকম্—কণ্টকাকীর্ণ স্থানে; কীচক-বেণু-বেত্র-
বৎ—বিভিন্ন নামের লতা-গুল্মযুক্ত; বিশাল-গুল্মম্—বহু গুল্ম; প্ররুজন্—ভগ্ন করে;
বনঃ-পতীন্—বৃক্ষ এবং লতা।

অনুবাদ

সেই ত্রিকূট পর্বতের কাননবাসী এক গজযুথপতি হস্তিনীগণ সহ বহু বৃক্ষ, লতা,
গুল্ম ভগ্ন করে, তাদের তীক্ষ্ণ কণ্টক গ্রাহ্য না করে, সরোবর অভিমুখে বিচরণ
করছিল।

শ্লোক ২১

যদগন্ধমাত্রাদ্বরয়ো গজেন্দ্রা

ব্যাস্রাদয়ো ব্যালমৃগাঃ সখড়্গাঃ ।

মহোরগাশ্চাপি ভয়াদ্ দ্রবন্তি

সগৌরকৃষ্ণাঃ সরভাশ্চমর্যঃ ॥ ২১ ॥

যৎ-গন্ধ-মাত্রাৎ—কেবল সেই হস্তীর গন্ধের দ্বারা; হরয়ঃ—সিংহ; গজ-ইন্দ্রাঃ—
অন্য গজেন্দ্রগণ; ব্যাস্র-আদয়ঃ—ব্যাস্র আদি হিংস্র পশুগণ; ব্যাল-মৃগাঃ—অন্যান্য
হিংস্র পশুগণ; স-খড়্গাঃ—গণ্ডার; মহা-উরগাঃ—বিশাল সর্পগণ; চ—ও;
অপি—বস্তুতপক্ষে; ভয়াৎ—ভীত হয়ে; দ্রবন্তি—পলায়ন করেছিল; স—সঙ্গে;
গৌর-কৃষ্ণাঃ—তাদের কেউ শ্বেতবর্ণ এবং কেউ কৃষ্ণবর্ণ; সরভাঃ—সরভগণ;
চমর্যঃ—চমরী মৃগসমূহও।

অনুবাদ

সেই গজেন্দ্রের গন্ধ মাত্রই সিংহ, অন্য গজেন্দ্র, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু, গণ্ডার, মহাসর্প, শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণ সরভ এবং চমরী মৃগসমূহ ভয়বশত পলায়ন করেছিল।

শ্লোক ২২

বৃকা বরাহা মহিষক্ষশল্যা

গোপুচ্ছশালাবৃকমর্কটাশ্চ ।

অন্যত্র ক্ষুদ্রা হরিণাঃ শশাদয়-

শ্চরন্ত্যভীতা যদনুগ্রহেণ ॥ ২২ ॥

বৃকাঃ—বৃক; বরাহাঃ—বরাহ; মহিষ—মহিষ; ঋক্ষ—ভল্লুক; শল্যাঃ—শল্য; গোপুচ্ছ—এক প্রকার হরিণ; শালাবৃক—নেকড়ে বাঘ; মর্কটাঃ—বানর; চ—এবং; অন্যত্র—অন্যস্থানে; ক্ষুদ্রাঃ—ক্ষুদ্র পশুগণ; হরিণাঃ—হরিণ; শশ-আদয়ঃ—শশক আদি; চরন্তি—(বনে) বিচরণ করছিল; অভীতাঃ—নির্ভয়ে; যৎ-অনুগ্রহেণ—সেই হস্তীর কৃপায়।

অনুবাদ

সেই গজেন্দ্রের কৃপায় শৃগাল, নেকড়ে, মহিষ, বরাহ, ভল্লুক, গোপুচ্ছ, শজারু, বানর, শশক, হরিণ আদি ক্ষুদ্র পশুরা তার ভয়ে ভীত না হয়ে, অরণ্যের অন্যত্র বিচরণ করছিল।

তাৎপর্য

এই সমস্ত পশুরা প্রকৃতপক্ষে হস্তীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও তারা নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারত, তবুও তার প্রতি শ্রদ্ধাবশত তারা তার সম্মুখে আসেনি।

শ্লোক ২৩-২৪

স ঘর্মতপ্তঃ করিভিঃ করেণুভি-

বৃত্তো মদচ্যুৎ করভৈরনুদ্রুতঃ ।

গিরিং গরিম্না পরিতঃ প্রকম্পয়ন্

নিষেব্যমাণোহলিকুলৈর্মদাশনৈঃ ॥ ২৩ ॥

সরোহনিলং পঙ্কজরেণুরুষিতং

জিহ্বন্ বিদুরান্মদবিহুলেক্ষণঃ ।

বৃতঃ স্বযুথেন তৃষাদিতেন তৎ

সরোবরাভ্যাসমথাগমদ্ দ্রুতম্ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সে (গজেন্দ্র); ঘর্ম-তপ্তঃ—ঘর্মাক্ত; করিভিঃ—অন্য হস্তীগণ; করেণুভিঃ—এবং হস্তিনীদের দ্বারা; বৃতঃ—পরিবৃত; মদ-চ্যুৎ—মদস্রাবী; করভৈঃ—ক্ষুদ্র হস্তীদের দ্বারা; অনুদ্রুতঃ—অনুসরণ করছিল; গিরিম্—সেই পর্বত; গরিম্না—দেহভারের দ্বারা; পরিতঃ—চতুর্দিকে; প্রকম্পয়ন্—কম্পিত করে; নিষেব্যমাণঃ—সেবিত হয়ে; অলি-কুলৈঃ—ভ্রমরকুলের দ্বারা; মদ-অশনৈঃ—যে মধু পান করেছে; সরঃ—সরোবর থেকে; অনিলম্—মৃদুমন্দ বায়ু; পঙ্কজ-রেণু-রুষিতম্—পদ্মফুলের রেণু বহন করে; জিহ্বন্—জিহ্বা গ্রহণ করে; বিদুরাৎ—দূর থেকে; মদ-বিহুল—মদগ্রস্ত হয়ে; ইক্ষণঃ—দৃষ্টিপাত; বৃতঃ—পরিবৃত; স্ব-যুথেন—তার সঙ্গীদের দ্বারা; তৃষা-অর্দিতেন—তৃষগর্ত; তৎ—তা; সরোবর-অভ্যাসম্—সরোবরের তীরে; অথ—এইভাবে; অগমৎ—গমন করেছিল; দ্রুতম্—অতি দ্রুত।

অনুবাদ

যুথের অন্য হস্তী ও হস্তিনীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে এবং শাবকগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়ে, সেই গজপতি তার দেহের ভারে ত্রিকূট পর্বত কম্পিত করেছিল। ঘর্মাক্ত কলেবরে সেই মদস্রাবী গজেন্দ্রের দৃষ্টি মদবিহুল হয়েছিল। মধুপায়ী ভ্রমরকুলের দ্বারা সে সেবিত হয়েছিল, এবং পদ্মরাগ সুবাসিত সরোবরের মৃদুমন্দ বায়ু সে দূর থেকে আশ্রয় করেছিল। এইভাবে সে তার তৃষগর্ত পার্শ্বদ পরিবৃত হয়ে, শীঘ্র সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

বিগাহ্য তস্মিন্নমৃতান্মু নির্মলং

হেমারবিন্দোৎপলরেণুরুষিতম্ ।

পপৌ নিকামং নিজপুঙ্করোদ্ধত-

মাত্মানমস্তিঃ স্পয়ন্ গতক্লমঃ ॥ ২৫ ॥

বিগাহ্য—প্রবেশ করে; তস্মিন্—সরোবরে; অমৃত-অম্বু—অমৃতের মতো নির্মল জল; নির্মলম্—স্ফটিকস্বচ্ছ; হেম—অতি শীতল; অরবিন্দ-উৎপল—পদ্ম এবং উৎপল থেকে; রেণু—পরাগের দ্বারা; রুষিতম্—মিশ্রিত; পপৌ—পান করেছিল; নিকামম্—পূর্ণরূপে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত; নিজ—নিজের; পুষ্কর-উদ্ধতম্—তার গুঁড়ের দ্বারা আকর্ষণ করে; আত্মানম্—স্বয়ং; অঙ্টিঃ—জলের দ্বারা; স্পর্শয়ন্—ভালভাবে স্নান করে; গতক্লমঃ—ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

গজেন্দ্র সরোবরে প্রবেশপূর্বক খুব ভালভাবে স্নান করে তার ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়েছিল। তারপর সে তার গুঁড়ের দ্বারা সেই সরোবরের শীতল, নির্মল, অমৃততুল্য জল, যা পদ্ম এবং উৎপলের রেণু মিশ্রিত ছিল, তা পূর্ণরূপে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পান করেছিল।

শ্লোক ২৬

স পুষ্করেণোদ্ধতশীকরাম্বুভি-

নিপায়য়ন্ সংস্পর্শয়ন্ যথা গৃহী ।

ঘৃণী করেণুঃ করভাংশ্চ দুর্মদো

নাচষ্ট কৃচ্ছ্রং কৃপণোহজমায়য়া ॥ ২৬ ॥

সঃ—সে (গজেন্দ্র); পুষ্করেণ—তার গুঁড়ের দ্বারা; উদ্ধত—আকর্ষণ করে; শীকর-অম্বুভিঃ—এবং জল ছিটিয়ে; নিপায়য়ন্—তাদের পান করিয়েছিল; সংস্পর্শয়ন্—এবং স্নান করিয়েছিল; যথা—যেমন; গৃহী—গৃহস্থ; ঘৃণী—(তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি) সর্বদা সদয়; করেণুঃ—হস্তিনীদের; করভান্—শাবকদের; চ—ও; দুর্মদঃ—তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; ন—না; আচষ্ট—বিবেচনা করেছিল; কৃচ্ছ্রম্—কষ্ট; কৃপণঃ—আধ্যাত্মিক জ্ঞান রহিত; অজ-মায়য়া—ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক জ্ঞান রহিত মানুষ যেমন তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তেমনই সেই গজেন্দ্র ভগবানের মায়ায় মোহিত হয়ে তার পত্নীদের

ও শাবকদের স্নান করিয়েছিল এবং জল পান করিয়েছিল। সে তার গুঁড়ের দ্বারা সেই সরোবরের জল আকর্ষণ করে তাদের গায়ে তা সিঞ্জন করেছিল। সেই প্রচেষ্টায় তার যে কঠোর পরিশ্রম হয়েছিল, সেই জন্য সে কিছুই মনে করেনি।

শ্লোক ২৭

তং তত্র কশ্চিন্মূপ দৈবচোদিতো

গ্রাহো বলীয়াংশচরণে রুমাগ্রহীৎ ।

যদৃচ্ছয়েবং ব্যসনং গতো গজো

যথাবলং সোহতিবলো বিচক্রমে ॥ ২৭ ॥

তম্—তাকে (গজেন্দ্রকে); তত্র—সেখানে (জলে); কশ্চিৎ—কোন; নূপ—হে রাজন্; দৈব-চোদিতঃ—দৈবক্রমে; গ্রাহঃ—কুমির; বলীয়ান্—অত্যন্ত বলবান; চরণে—তার পায়ে; রুমা—ক্রোধভরে; অগ্রহীৎ—গ্রহণ করেছিল; যদৃচ্ছয়া—দৈবক্রমে; এবম্—এই প্রকার; ব্যসনম্—ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি; গতঃ—প্রাপ্ত হয়ে; গজঃ—গজেন্দ্র; যথা-বলম্—যথাসাধ্য; সঃ—সে; অতি-বলঃ—কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা; বিচক্রমে—নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল।

অনুবাদ

হে রাজন্, দৈবক্রমে এক অত্যন্ত বলবান কুমির সেই গজেন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে জলে তার চরণ আক্রমণ করেছিল। সেই গজেন্দ্র অবশ্যই অত্যন্ত বলবান ছিল, এবং দৈববশত এই প্রকার বিপদে পতিত হয়ে সে নিজেকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

শ্লোক ২৮

তথাতুরং যুথপতিং করেণবো

বিকৃষ্যমাণং তরসা বলীয়সা ।

বিচুক্ৰুশুর্দীনধিয়োহপরে গজাঃ

পার্ষিগ্রহাস্তারয়িতুং ন চাশকন্ ॥ ২৮ ॥

তথা—তখন; আতুরম্—সেই ভীষণ পরিস্থিতিতে; যুথ-পতিম্—গজযুথপতি; করেণবঃ—তার পত্নীগণ; বিকৃষ্যমাণম্—আক্রান্ত হয়ে; তরসা—বলের দ্বারা; বলীয়সা—(সেই কুমিরের) বলের দ্বারা; বিচুক্ৰুশুঃ—ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল; দীন-ধীযঃ—অল্পবুদ্ধি; অপরে—অন্যরা; গজাঃ—হস্তীগণ; পার্শ্ব-গ্রহাঃ—তাকে পিছন থেকে ধরে; তারয়িতুম্—মুক্ত করার জন্য; ন—না; চ—ও; অশকন্—সমর্থ হয়েছিল।

অনুবাদ

তখন গজেন্দ্রের সেই ভীষণ পরিস্থিতি দর্শন করে, তার পত্নীরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল। অন্য হস্তীরা গজেন্দ্রকে পিছন থেকে ধরে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই কুমির ছিল মহাশক্তিশালী, তাই তারা তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।

শ্লোক ২৯

নিযুধ্যতোরেবমিভেন্দ্রনক্রয়ো-

বিকর্ষতোরন্তরতো বহির্মিথঃ ।

সমাঃ সহস্রং ব্যগমন্ মহীপতে

সপ্রাণয়োশ্চিত্রমমংসতামরাঃ ॥ ২৯ ॥

নিযুধ্যতোঃ—যুদ্ধ করে; এবম্—এইভাবে; ইভ-ইন্দ্র—গজেন্দ্রের; নক্রয়োঃ—এবং কুমিরের; বিকর্ষতোঃ—আকর্ষণ করে; অন্তরতঃ—জলে; বহিঃ—জলের বাইরে; মিথঃ—পরস্পর; সমাঃ—বৎসর; সহস্রম্—এক হাজার; ব্যগমন্—অতীত হয়েছিল; মহী-পতে—হে রাজন্; স-প্রাণয়োঃ—উভয়েই জীবিত ছিল; চিত্রম্—আশ্চর্যজনক; অমংসত—বিবেচনা করেছিল; অমরাঃ—দেবতারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, সেই গজেন্দ্র ও কুমির এইভাবে জলের মধ্যে এবং জলের বাইরে পরস্পরকে আকর্ষণ করে এক হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল। তাদের সেই যুদ্ধ দেখে দেবতারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

ততো গজেন্দ্রস্য মনোবলৌজসাং

কালেন দীর্ঘেণ মহানভূদ্ ব্যয়ঃ ।

বিকৃষ্যমাণস্য জলেহবসীদতো

বিপর্যয়োহভূৎ সকলং জলৌকসঃ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; গজেন্দ্রস্য—গজরাজের; মনঃ—মানসিক বলের; বল—দৈহিক শক্তি; ওজসাম্—এবং ইন্দ্রিয়ের বল; কালেন—বহু বছর ধরে যুদ্ধ করার ফলে; দীর্ঘেণ—দীর্ঘকাল; মহান্—মহান; অভূৎ—হয়েছিল; ব্যয়ঃ—ক্ষয়; বিকৃষ্যমাণস্য—(কুমিরের দ্বারা) আকৃষ্ট হয়ে; জলে—জলে; অবসীদতঃ—(মানসিক, দৈহিক এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তি) অবসন্ন হয়েছিল; বিপর্যয়ঃ—বিপরীত; অভূৎ—হয়েছিল; সকলম্—তাদের সমস্ত; জলৌকসঃ—জলনিবাসী কুমিরের।

অনুবাদ

তারপর জলে আকৃষ্ট হয়ে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করার ফলে, গজেন্দ্রের মানসিক, দৈহিক এবং ইন্দ্রিয়ের বল ক্ষয় হয়েছিল। কিন্তু জলনিবাসী কুমিরের সেই সময় সমস্ত বল বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তাৎপর্য

গজেন্দ্র এবং কুমিরের যুদ্ধে, গজেন্দ্র অত্যন্ত বলবান হলেও, সেই যুদ্ধ জলে হচ্ছিল বলে, এক হাজার বছর ধরে সেই যুদ্ধে সে কিছু খেতে পারেনি, এবং তার ফলে তার দেহের বল ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। দেহের বল ক্ষীণ হওয়ায় তার মনও দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি অবসন্ন হয়েছিল। কুমির কিন্তু জলচর হওয়ার ফলে, তার কোন অসুবিধা হয়নি। সে যেহেতু খাবার পাচ্ছিল, তাই সে তার মনের বল পাচ্ছিল এবং ইন্দ্রিয়ের উৎসাহ লাভ করছিল। এইভাবে যখন গজেন্দ্রের শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল, তখন কুমিরটি অধিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এই ঘটনাটি থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, মায়ার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধে কখনই এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া উচিত নয়, যেখানে আমাদের বল, উৎসাহ এবং ইন্দ্রিয়গুলি সীমিত হয়ে যায় এবং আমরা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে পড়ি। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, কারণ এই মায়ার প্রভাবে সমস্ত জীবেরা সভ্যতার

বিকৃত ধারণার ফলে ব্যর্থ হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সৈনিকদের সর্বদাই দৈহিক বল, উৎসাহ এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমন্বিত হওয়া উচিত। এই যুদ্ধে যথাযথভাবে প্রস্তুত থাকার জন্য তাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা উচিত। এই স্বাভাবিক অবস্থাটি সকলের জন্য এক নয়, এবং তাই বর্ণাশ্রম বিভাগ রয়েছে— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। বিশেষ করে কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

অশ্বমেধং গবালন্তং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।

দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই কলিযুগে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ মানুষেরা বলবান নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আমাদের সম্মুখে একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন, কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অত্যন্ত সাবধান থাকার উপদেশ দিয়েছেন, কারণ তিনি খুব অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। প্রচারের জন্য আমরা অল্পবয়সী ছেলেদের সন্ন্যাস দিই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে, তারা সন্ন্যাসীর উপযুক্ত নয়। কিন্তু, কেউ যদি মনে করে যে, সে সন্ন্যাসের উপযুক্ত নয় এবং সে যদি যৌন বাসনার দ্বারা বিচলিত হয়, তা হলে তার সেই আশ্রম গ্রহণ করা উচিত, যে আশ্রমে মৈথুন অনুমোদিত হয়েছে, যথা গৃহস্থ আশ্রম। কেউ যদি এক স্থানে অত্যন্ত দুর্বল হয়, তা হলে তার অর্থ এই নয় যে, সে কুমিররূপী মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা বন্ধ করবে। তাকে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে শরণ নিতে হবে, আমরা দেখতে পাব যা গজেন্দ্র করেছিল। মানুষ যদি তার যৌন জীবনে সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে সে ভগবানের শরণাগত হওয়া সত্ত্বেও গৃহস্থ-আশ্রমে থাকতে পারে। মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই নির্দেশ দিয়েছেন—স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্ঘ্রনোভিঃ। যে আশ্রম তার অনুকূল, মানুষ সেই আশ্রমেই থাকতে পারে; আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়। কেউ যদি যৌন বাসনার দ্বারা উত্তেজিত হয়, তা হলে সে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে। তবে যুদ্ধ অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। যে ব্যক্তি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত নয়, তার পক্ষে কৃত্রিমভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করা কোন কৃতিত্বের বিষয় নয়। কেউ যদি সন্ন্যাসের উপযুক্ত না হয়, তা হলে সে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেও প্রবল বিক্রমে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ পরিত্যাগ করে কখনই পলায়ন করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩১

ইথং গজেন্দ্রঃ স যদাপ সঙ্কটং

প্রাণস্য দেহী বিবশো যদৃচ্ছয়া ।

অপারয়নাত্মবিমোক্ষণে চিরং

দধ্যাবিমাং বুদ্ধিমথাভ্যপদ্যত ॥ ৩১ ॥

ইথম্—এইভাবে; গজেন্দ্র—গজরাজ; সঃ—সে; যদা—যখন; আপ—প্রাপ্ত হয়েছিল; সঙ্কটম্—এই প্রকার ভয়ানক স্থিতি; প্রাণস্য—জীবনের; দেহী—দেহধারী; বিবশঃ—পরিস্থিতির বশে অসহায়; যদৃচ্ছয়া—দৈববশত; অপারয়ন্—অক্ষম হয়ে; আত্ম-বিমোক্ষণে—নিজেকে রক্ষা করার জন্য; চিরম্—দীর্ঘকাল; দধ্যৌ—গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছিল; ইমাম্—এই; বুদ্ধিম্—বিচার; অথ—অনন্তর; অভ্যপদ্যত—প্রাপ্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

দেহধারী সেই গজেন্দ্র যখন দেখল যে, দৈববশত কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরিস্থিতির বশে সে সম্পূর্ণ অসহায়, এবং নিজেকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অক্ষম, তখন সে মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিল। তার ফলে দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল।

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই জীবন সংগ্রামে রত। সকলেই নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে চায়, কিন্তু যখন সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তখন সে যদি পুণ্যাত্মা হয় তা হলে সে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করে। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৭/১৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

চতুर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যবান ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করার জন্য অথবা উন্নতি লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয়। সেই বিপদে গজেন্দ্র ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিল। দীর্ঘকাল বিবেচনা করার পর, সে বুদ্ধিমত্তা সহকারে এই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। পাপীরা এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। তাই ভগবদ্গীতায় বলা

হয়েছে যে, যাঁরা পুণ্যবান (সুকৃৎ), তাঁরা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে অথবা সঙ্কটকালে স্থির করতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করাই কর্তব্য।

শ্লোক ৩২

ন মামিমে জ্ঞাতয় আতুরং গজাঃ

কুতঃ করিণ্যঃ প্রভবন্তি মোচিতুম্ ।

গ্রাহেণ পাশেন বিধাতুরাবৃতো-

ইপ্যহং চ তং যামি পরং পরায়ণম্ ॥ ৩২ ॥

ন—না; মাম্—আমাকে; ইমে—এই সমস্ত; জ্ঞাতয়ঃ—আত্মীয়স্বজন (অন্যান্য হস্তীগণ); আতুরম্—আমার দুঃখে; গজাঃ—হস্তী; কুতঃ—কিভাবে; করিণ্যঃ—আমার পত্নীগণ; প্রভবন্তি—সমর্থ হয়; মোচিতুম্—(এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে) উদ্ধার করার জন্য; গ্রাহেণ—কুমিরের দ্বারা; পাশেন—জালের দ্বারা; বিধাতুঃ—বিধাতার; আবৃতঃ—বন্দী; অপি—যদিও (আমি এই পরিস্থিতিতে রয়েছি); অহম্—আমি; চ—ও; তম্—সেই (ভগবান); যামি—শরণ গ্রহণ করি; পরম্—যিনি চিন্ময়; পরায়ণম্—এবং যিনি ব্রহ্মা এবং শিব আদি মহান দেবতাদেরও আশ্রয়।

অনুবাদ

আমার আত্মীয় এবং অন্যান্য বন্ধু হাতিরা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারল না। সুতরাং আমার পত্নীদের আর কি কথা? তাদের পক্ষে কিছু করাই সম্ভব নয়। বিধাতার ইচ্ছাক্রমে আমি এই কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি, তাই আমি এখন ভগবানের শরণ গ্রহণ করব, যিনি সর্বদা সকলকে আশ্রয় প্রদান করেন এমন কি মহাপুরুষদেরও।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎকে পদং পদং যদ্ বিপদং বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে প্রতি পদে বিপদ। মূর্খেরা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, তারা এই জড় জগতে সুখী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে কারও পক্ষেই সুখী হওয়া সম্ভব নয়। যারা নিজেদের সুখী বলে মনে করে, তারা মায়াচ্ছন্ন। প্রতি পদে, প্রতি ক্ষণে এখানে বিপদ। আধুনিক সভ্যতায় মানুষ মনে করে যে, তার যদি একটি সুন্দর বাড়ি থাকে এবং একটি সুন্দর গাড়ি থাকে, তা হলে তার জীবন সার্থক। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে,

বিশেষ করে আমেরিকায় একটি সুন্দর গাড়ি থাকা সকলেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে, কিন্তু রাস্তায় আসা মাত্রই বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়, কারণ যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটান ফলে প্রাণ হারাতে হতে পারে। দুর্ঘটনার তালিকায় দেখা যায় যে কত লোক সেভাবে প্রাণ হারায়। তাই আমরা যদি মনে করি, এই জড় জগৎটি সুখভোগের একটি অতি সুন্দর স্থান, তা হলে সেটি আমাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে যে, এই জড় জগৎ বিপদে পূর্ণ। আমাদের বুদ্ধি অনুসারে আমরা বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারি এবং নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি চরমে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার না করেন, তা হলে আমাদের সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হবে। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ

নার্তস্য চাগদমুদয়তি মজ্জতো নৌঃ ।

তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধিৰ্য ইহাঙ্গসেষ্ঠ-

স্তাবদ্ বিভো তনুভূতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৯/১৯)

সুখী হওয়ার অথবা এই জড় জগতের বিপদ প্রতিহত করার বহু উপায় আমরা উদ্ভাবন করতে পারি, কিন্তু তা যদি ভগবানের দ্বারা অনুমোদিত না হয়, তা হলে কখনই আমরা সুখী হতে পারব না। যারা ভগবানের শরণাগত না হয়ে সুখী হতে চায়, তারা মূঢ়। ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। যারা নরাধম, তারাই কৃষ্ণভাবনার অমৃত গ্রহণ করতে চায় না, কারণ তারা মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীতই তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। সেটিই তাদের ভ্রান্তি। গজেন্দ্রের বিচার সঠিক ছিল। সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৩৩

যঃ কশ্চনেশো বলিনোহন্তকোরগাৎ

প্রচণ্ডবেগাদভিধাবতো ভৃশম্ ।

ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি যন্তুয়া-

নৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি ॥ ৩৩ ॥

যঃ—যিনি (পরমেশ্বর ভগবান); কশ্চন—কেউ; ঈশঃ—পরম নিয়ন্তা; বলিনঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী; অন্তক-উরগাৎ—মৃত্যুরূপ কালসর্প থেকে; প্রচণ্ড-বেগাৎ—যার বেগ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; অভিধাবতঃ—ধাবমান; ভূশম্—নিরস্তর (প্রতিক্ষণ); ভীতম্—মৃত্যুভয়ে ভীত; প্রপন্নম্—(ভগবানের) শরণাগত; পরিপাতি—তিনি রক্ষা করেন; যন্তুয়াৎ—ভগবানের ভয়ে; মৃত্যুঃ—মৃত্যু স্বয়ং; প্রধাবতি—পলায়ন করে; অরণম্—সকলের প্রকৃত আশ্রয়; তম্—তাকে; ঈমহি—আমি তাঁর শরণাগত হই।

অনুবাদ

ভগবান দুর্জয়, কিন্তু তাঁর শক্তি এবং প্রভাব অসীম। তাই, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং বলবান কালসর্প যদিও সকলকে গ্রাস করার জন্য প্রচণ্ড বেগে অবিরামভাবে তাদের পিছনে ধাবিত হচ্ছে, তবুও সেই কালসর্পের ভয়ে ভীত হয়ে কেউ যদি ভগবানের শরণাগত হন, তা হলে ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন, কারণ ভগবানের ভয়ে স্বয়ং মৃত্যুও পলায়ন করে। তাই আমি সকলের আশ্রয় সেই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান তিনি বুঝতে পারেন, সকলেরই উপর এক মহান এবং পরম নিয়ন্তা রয়েছেন। সেই পরম নিয়ন্তা সরল ব্যক্তিদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হন। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৪/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে, পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—ভগবান দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবতরণ করেন—দুষ্কৃতীদের বা পাপীদের সংহার করার জন্য এবং তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য। গজেন্দ্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার সঙ্কল্প করেছিল। এটিই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। মানুষের জেনে রাখা উচিত, ভগবান মহান এবং তাঁর শরণাগত হওয়াই জীবনের পরম উদ্দেশ্য। মানুষ কিভাবে সুখী হতে পারে, সেই উপদেশ দেওয়ার জন্য ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন। মূর্খ পাষণ্ডীরাই কেবল তাদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সেই পরম পুরুষের পরম ঈশ্বরত্ব দর্শন করতে পারে না। শ্রুতিমন্ত্রে বলা হয়েছে—

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৮)

ভগবানের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য তাপ ও আলোক বিতরণ করে, এবং মৃত্যু

সকলের পিছনে ধাবিত হয়। তাই তিনি হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/১০) বলা হয়েছে—ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। এই জড় জগৎ এত সুন্দরভাবে কার্য করছে, কারণ একজন নিয়ন্তা রয়েছেন। তাই বুদ্ধির দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, একজন পরম নিয়ন্তা রয়েছেন। অধিকন্তু, সেই পরম নিয়ন্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে, শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতরণ করেন, আমাদের উপদেশ প্রদান করার জন্য এবং কিভাবে ভগবানের শরণাগত হতে হয় সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার জন্য। কিন্তু যারা দুষ্কৃতি বা নরাধম, তারা ভগবানের শরণাগত হয় না (ন মাং দুষ্কৃতিনো মৃঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ)।

ভগবদ্গীতায় ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্—“আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু।” এই মৃত্যু ভগবানের প্রতিনিধি, যে জড় দেহধারী বদ্ধ জীবের সর্বস্ব অপহরণ করে নেয়। কেউই বলতে পারে না, “আমি মৃত্যুকে ভয় করি না।” সেটি ভ্রান্ত বড়াই মাত্র। সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু, যিনি ভগবানের শরণাগত হন, তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পান। কেউ তর্ক করে বলতে পারে, “ভক্তের কি মৃত্যু হয় না?” তার উত্তর হচ্ছে, “ভক্ত অবশ্যই তার দেহত্যাগ করে, কারণ দেহটি জড়। কিন্তু যিনি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন এবং যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত, তাঁর এই জড় দেহটি শেষ জড় দেহ; তাঁকে আর জড় দেহ ধারণ করে মৃত্যুর অধীন হতে হবে না।” সেই প্রতিশ্রুতি ভগবদ্গীতায় (৪/৯) দেওয়া হয়েছে। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন—ভগবদ্ভক্তকে তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর আর জড় শরীর গ্রহণ করতে হয় না; তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। আমরা সর্বদা বিপদগ্রস্ত, কারণ যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। এমন নয় যে কেবল গজেন্দ্রই মৃত্যুভয়ে ভীত ছিল। সকলেরই মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়া উচিত, কারণ কালরূপী কুমির আমাদের সকলকেই কামড়ে ধরেছে, এবং যে কোন মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু হতে পারে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। তার ফলে আমরা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তরূপ সংসার-চক্র থেকে রক্ষা পাব। এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ‘গজেন্দ্রের সঙ্কট’ নামক ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।